NOV. 28 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাবি হল দখলে জড়িত পিন্টু গ্রুপের ক্যাডাররা পালিয়েছে ! আটক সুমন ভগবতকে নিয়ে জটিলতা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ভগবত ও সুমনকে গ্রেফতারের পর ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে হল দখলে জড়িত পিন্টু গ্রুপের ক্যাডাররা গা ঢাকা দিয়েছে। গ্রেফতার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ক্যাডারদের মধ্যে। যদিও পুলিশ দু'সপ্তাহ পার হলেও ১৩ নবেম্বর বন্দুকযুদ্ধ ঘটনার কোন নায়ককে গ্রেফতার করতে পারেনি। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত সুমন ও ভগবতকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জোরালো সন্দেহ। ডিবি পুলিশ মঙ্গলবার পর্যন্ত নিশ্চিত যে, তাদের গ্রেফতার করা এই দুই আসামী বন্দুকযুদ্ধে জড়িত ছিল। এদিকে ক্যাম্পাসে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে গ্রেফতারকৃত সুমন সন্ত্রাসী হলেও পত্রিকায় তার ছবি আসেনি। আর ভগবত একজন নিরীহ টাইপের ছাত্র এবং ছাত্রদলের কোন সক্রিয় কর্মীও সে নয়। তবে ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে ভগবতের সুসম্পর্ক রয়েছে।

ডিবি পুলিশের এসি আক্তারুজ্জামান রুনু জনকণ্ঠকে বলেন, রিমান্ডে সুমন ১৩ নবেম্বর হল দখল ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তবে ভগবত সম্পর্কে তিনি বলেন, ঐদিন ঘটনার সময় ভগবত থাকলেও সে অস্ত্র রাখার কথা স্বীকার করেনি।

এদিকে ক্যাম্পাসে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে যে, ভগবত নামের ছাত্রটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না। সে জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র হলেও বাসায় থাকে। পড়াশোনার চেয়ে পৈতৃক স্বর্ণ ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেশি। ঘটনার দিন সে ক্যাম্পাসে গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যায় এবং মোবাইল হাতে তার ছবি ক্যামেরাবন্দী হয়। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় একজন নেতা জানান, ভগবত ছাত্রদলের রাজনীতিতে সক্রিয় নয়, মিছিল-মিটিংয়ে যায় না। তবে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ও ওঠাবসা রয়েছে। ভগবত যে হল দখলের ঘটনায় জড়িত ছিল না সেকথা ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে। তবে সুমন সম্পর্কে রয়েছে মিশ্র বক্তব্য। সুমন যে আর্মস পলিটিকসে যুক্ত সবাই এ কথা জানে। এছাড়া তার সম্পর্কে বড় অভিযোগ চাঁদাবাজির। তবে অভিযোগ থাকলেও ১৩ নবেম্বর হল দখলের ঘটনায় সে জড়িত ছিল কি না তা কেউ নিশ্চিত নয়। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো গ্রেফতারকৃত সুমন থাকত

(১২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি হল দখলে

(১২-এর পাতার পর)

সূর্যসেন হলে। আর সূর্যসেন হলের সঙ্গে মুহসীন হলের ছাত্রদল ক্যাডারদের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। মুহসীন হল ছাত্রদল ক্যাডার শিশিরের দখলে এবং সূর্যসেন হল দখলে রেখেছে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মামুন। মামুনের ডান হাত বলে পরিচিত গ্রেফতারকৃত সুমন। তারা দু'জন সবসময় একই মোটরসাইকেলে ঘোরে। তাই এই সুমনের পক্ষে মুহসীন হলের ছাদে যাওয়াটা অবাস্তব। মুহসীন হলে সেদিন অস্ত্রহাতে যে সুমনকে দেখা গেছে সে আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। এই সুমন শিশিরের সহযোগী হিসাবে মুহসীন হলে থাকে এবং তার ছবিই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাই গ্রেফতার করা সূর্যসেন হলের সুমন এবং মুহসীন হলের ছাদে থাকা অস্ত্রহাতে সুমন এক নয়। যদিও দুই সুমনই চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসী।

মজার ব্যাপার হচ্ছে গ্রেফতারকৃত সুমন ও ভগবত সম্পর্কে ছাত্রদলের কোন নেতাই নাম প্রকাশ করে কোন বক্তব্য দিতে চাননি। এই প্রতিবেদক ছাত্রদলের শীর্ষ ও মাঝারি সারির অন্তত দশজন নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন। সবাই নিজের নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। এর কারণ দু'টি। প্রথমটি হচ্ছে– সুমন যেহেতু পিন্টু গ্রুপের সেহেতু এন্ট্রি পিন্টু গ্রুপের কেউই তার সম্পর্কে কিছু বলতে রাজি নয়। আর সুমনের পক্ষে বলার মতো পিন্টু গ্রুপের কেউই এখন ক্যাম্পাসে নেই। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে– ছাত্রদল নেতাদের ধারণা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘটনাটি মনিটর করা হচ্ছে। যেহেতু ঘটনাটি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্যাম্পাসে ক্যাডারদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে সেহেতু এই মুহূর্তে নামে কোন বক্তব্য প্রকাশ হলে বিপদে পড়ার আশঙ্কা করছে তারা। এছাড়া ছাত্রদলের আগামী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে কারও কারও ধারণা।

এদিকে গত ১৩ নবেম্বরের বন্দুকযুদ্ধের পর মঙ্গলবার জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগের বিতাড়িত নেতাকর্মীদের উঠিয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার হল কর্মকর্তা, ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হলে গেলেও উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হয়নি। ছাত্রলীগ দাবি জানায় পুরো হল খালি করার পর আইডেন্টিটি কার্ড চেক করে বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠানোর জন্য। হল প্রশাসন এই দাবি মেনে নিলেও পরবর্তীতে তা বাস্তবায়ন করার কথা বলেছে। প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ হবে